মেহেরপুরে পপুলার লাইফের ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সম্মেলন ও চেক হস্তান্তর

মেহেরপুরে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের বার্ষিক সম্মেলন ও বীমা দাবির ৭৯ লাখ টাকার চেক বীমা গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই বার্ষিক সম্মেলন ও চেক হস্তান্তর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

আল-আমিন বীমা প্রকল্প, পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড মেহেরপুরের জোনাল ম্যানেজার মো: রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানিটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল হোসেন মহাসিন ও খুলনা অঞ্চলের প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ সাইফুল ইসলাম রুবেল।

বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাঠ পর্যায়ের ৩০০ বীমা কর্মী ও কর্মকর্তারা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএম শওকত আলী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকার বিমা দাবী পূরণ করেছে। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য রেকর্ড। পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে বর্তমানে ৭০ হাজার লোক কর্মরত আছেন। কর্মীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে সকলকে গ্রুপ ও হেলথ ইনস্যুরেন্স সহ নানা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।’

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম ইউসুফ আলী ভার্চুয়ালি যুক্ত হন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানা দিক নির্দেশনা দেন। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ১১০ জন গ্রাহকের বীমা দাবীর বিপরীতে মোট ৭৯ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক মামলাযর ৩ জন, চুরির মামলায় ১ জন ও আদালতের পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ২ জন।

সোমবার (২২ এপ্রিল) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম জানান, আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে চাইনা দুয়ারি জাল উদ্ধার

মেহেরপুর ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট মাঝহারুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করেন। পরে জনসম্মুখে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

আরো পড়ুন: মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম বলেন, ভৈরব নদে জাল ফেলে অবৈধভাবে মাছ শিকার করছে এমন অভিযোগ পেয়ে ভৈরব নদ অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকতা মীর মোঃ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

তীব্র তাপপ্রবাহ ও অতিখরায় পুড়ছে মেহেরপুর। অসহনীয় গরমে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষসহ প্রাণীকুল। শুধুমাত্র মানুষ ও প্রাণিকুলই নয়, তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে ফসলের উপর।

তীব্র তাপের কারণে বোটার রস শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে আম ও লিচুর গুটি। সু-স্বাদু লিচু ও আমের জন্য বিখ্যাত মেহেরপুর হলেও এবছর আম ও লিচুর মুকুল এসছে। সে মুকুল এখন পরিনত হয়েছে গুটি আকৃতিতে। মুকুল থেকে গুটি আসার সময় অনাবৃষ্টি আর তাপদাহের কারনে পুড়ে যাচ্ছে লিচু ও আমের মুকুল। সেই সঙ্গে ঝরে পড়ছে আম ও লিচুর গুটি।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

প্রাকৃতিক এই বিরুপ আচরনে চরম দুশ্চিন্তায় জেলার লিচু ও আম চাষিরা। এঅবস্থায় লিচু আর আম বাগানে সেচসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করে গাছের লিচু ও আমের গুটি রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বাগান মালিকরা। কৃষি বিভাগ বলছেন, আবহাওয়ার প্রতিকুলতার মোকাবিলা করে গাছের গুটি রক্ষায় চাষিদের সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলরা কৃষি অফিসের তথ্যানুযায়ি, জেলায় লিচুর বাগান রয়েছে ৮০০ হেক্টর জমিতে। এসকল বাগানে,আটি লিচু,বোম্বাই,চিলি বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চায়না-থ্রি জাতের লিচু উৎপাদন হয়ে থাকে। চলতি বছরে জেলায় সাড়ে ৮ হাজার টন লিচুর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যা দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা আয় করার আশায় বুক বেঁধেছেন বাগান মালিকরা। কিন্তু গুটি ঝরতে শুরু করায় চাষিদের কপালে এখন চিন্তারভাজ।

এবং আমের বাগান রয়েছে ৩ হাজার ৩৩৬ হেক্টর আম বাগান রয়েছে। গেলো বছর উক্ত বাগানের উৎপাদিত ৪১ হাজার ৩০ মেট্রিক টন আাম উৎপাদন হয়েছিল। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে বাইরের জেলায় ব্যপক চাহিদা পুরুন করা হযেছে। একই সাথে ইউরেরাপের বিভিন্ন দেশেও মেহেরপুরের আম রপপ্তানি করে অধিক মুনাফা আয় করেছেন আম বাগান মালিকরা। ল্যাংড়া, বোম্বাই, হিমসাগর, ফজলী, আম্রপালী, গোপালভোগ, হাড়িভাঙ্গাসহ বেশ কয়েকটি জাতের আম বাগান রয়েছে। মেহেরপুরের আম ও লিচু জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রতি বছর পাঠানো হয় আম ও লিচু। এ দুটি মৌসুমি ফল বিদেশে রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হলেও এবছর উৎপাদনে পড়েছে ভাটা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের চাষি আব্দুল মান্নান বলেন, নিজ মাঠে তার ২ বিঘা জমিতে বিভিন্ন জাতের আমবাগান রয়েছে। এ বছর দীর্ঘমেয়াদী শীত ও ঠান্ডা হওয়ায় আম বাগানে এখনো মুকুল আসেনি। আবশেষে কয়েকটি গাছে মুকুল এসে গুটিতে পরিনত হয়েছে। কিন্তু অতিমাত্রায় রোদের কারনে প্রতিনিয়ত গুটি ঝরে পড়ছে। কিৃষি অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী বাগানে সেচ দিচ্ছি এবং ওষুধ স্প্রে করলেও তাতে উপকারর হচ্ছেনা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের লিচু বাগান মালিক তোজাম্মেল হক জানান, সাড়ে তিন বিঘা জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। বাগানে আগাম জাতের আটি লিচু রয়েছে দেড় বিঘা। আটি লিচু গাছের ডগায় ডগায় মুকুলে ছেয়ে গেছে। বাকি জমিতে রয়েছে আতা বোম্বাই লিচুর গাছ। সেগুলিতেও মুকুল দেখা দিয়েছে। কিন্তু সব গাছেই এখন লিচুর গুটি। গুটি গুলোর ডগা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং একটু বাতাস হলেই ঝরে পড়ছে। এবছর লিচুর ফলন বিপর্যয় ঘটবে।

আম ব্যবসায়ি হেমায়েতপুরের আনারুল বলেন, গাছে মুকুল আসার সাথে সাথে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকার অন্ততঃ ২০ বিঘা জমির আমবাগান ও

১০ বিঘা জমির লিচুর বাগান কিনেছেন। দুই বছরের জন্য বাগান কিনতে হয়। গেল বছর মুকুল এসেছিল কিন্তু ঝড়ে আম পড়ে যাওয়ায় বেশ লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল। এবছর সেই লোকসান পুসিয়ে নেয়ার আশায় বিভিন্ন ধরনের বালাই নাশক স্প্রে করেছি। কিন্তু আমের তেম মুকুল না আসলেও লিচু গাছে ব্যাপক মুকুল েিএসছল। তাপদাহে সেই গুটি শুকিয়ে ঝরে যা্◌েচ্ছ। এর প্রতিকার না পেলে লোকসানে পড়তে হবে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান জানান, মেহেরপুর জেলায় এবছর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং দীর্ঘদিন থেকেেই অনাবৃষ্টি। এর প্রভাব ফসলের ওপরে পড়ছে। তবে এমন পরিস্থিতি কবে নাগাত সিথিল হবে তা বলা যাচ্ছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ সামসুল আলম বলেন, ‘তীব্র তাপের কারণেই আমের গুটিঝরে যাচ্ছে। কৃষিবিভাগের পক্ষ থেকে চাষিদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যেসব বাগানে আম ও লিচুর গুটি ঝরে যাচ্ছে, বিকেলের দিকে পরিমিত মাত্রায় বোরন স্প্রে করলে গুটি ঝরা রোধ করা যাবে।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু তাপমাত্রা বেশি তাই গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। তাহলে গুটিঝরা রোধ হয়ে যাবে। এতে কিছুটা হলেও উপকার পাওয়া যাবে । এছাড়াও নিয়মিত সেচ দেয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

গাংনীতে একটি পরিবারকে অবরোধ করে রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে দুই ডাব চুরির অপরাধে লিমন হোসেন (১৬) ও বকুল হোসেন (১৬) নামের দুই কিশোরকে আটকের জের ধরে সাবেক ইউপি সদস্য জাফর আলী (৭০) ও তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে (৬৫) মারধর করেছে। শুধু মারধরই নয়, পুরো পরিবারকে অবরোধ করে রেখেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ৯৯৯ কল দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই)

আলিমুল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত লিমন ও বকুলকে নিয়ে আসেন। পরে অজ্ঞাত কারনে ওই রাতেই তাদের ছেড়ে দেন। ছাড়া পাবার পর গৃহকর্তা জাফর, তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে মারধর ও বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে হামলা চালাই।

গৃহকর্তা জাফর জানান, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বাবুর ছেলে লিমন হোসেন ও আতাউল ইসলামের ছেলে বকুল হোসেন গত রবিবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টার দিকে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ডাব চুরি করে।

এসময় প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক, জাকির হোসেন, মিজানসহ অন্যান্যরা তাদের দেখে ফেলেন। এসময় কিশোর লিমন হোসেন ও বকুল হোসেনকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে লিমনের বাবা জাহাঙ্গীর আলম ও বকুল হোসেনের পিতা আতাউল ইসলাম ওই বাড়িতে প্রবেশ করে নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন। এছাড়া গৃহকর্তা জাফরকে হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এছাড়া হ্যামার দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পুলিশের ৯৯৯ নম্বরে কল দিলে গাংনী থানার এসআই আলিমুল সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত দুজনকে হেফাজতে নেন। এসআই আলিমুল অভিযুক্তদের থানায় না নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দীন আহম্মেদের হাতে জিম্মায় রাখেন। যখন চাইবে তখন উপস্থিত করবে এই শর্ত।

আজ সোমবার সকালে জাফরের স্ত্রী মহাসিনা বেগম পাড়ার একটি দোকানো কিছু বাজার করতে গেলে লিমনের মা লতা খাতুন ও তার শাশুড়ি আমপারা খাতুন তাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ কেরেন তিনি। শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, জাফরের পরিবারের কোনো সদস্যকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেনা বলেও হুমকী ধামকি দিচ্ছেন লিমনের পিতা জাহাঙ্গীর আলম।

এ ব্যাপারে গাংনী থানার এসআই আলিমুল জানান, ভুক্তভোগী পরিবারকে সকালে থানায় এসে লিখিত দেওয়ার করা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা দেইনি। আমরা এইজন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আইনগত ব্যবস্থা নিতে হলে তো ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে।

মুজিবনগরে ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর এ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশনা অনুযায়ী পাঁচ দিনে দশ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আওতায় মুজিবনগরে উপজেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় ১ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী স্বপন, সহ-সভাপতি ইশতিয়াক হোসেন লিমন, ওমর শরীফ উৎসর্গ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েম খন্দকার সহ উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কয়েকটি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করার মাধ্যম দিয়ে বৃক্ষ করছে কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

গাংনীর নিত্যনন্দপুর গ্রামকে বাল্যবিয়ে মুক্ত ঘোষণা

বাল্য বিবাহ একটি অভিসাপ। বাল্য বিয়ের ফলে আমরা আগামীতে যেমন একটি পুস্টিহিন জাতী পাবো, তেমনী হারাবো আমাদের আদরের সন্তানকে। তাই পিতা মাতা তাদের সন্তানকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিতে চাননা। সচেতন হয়েছেন অভিভাবকরা। সরকারি এবং বেসরকারী উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের

সহযাগীতায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে এই গ্রামটিতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এরফলেই সচেতন হয়ে উঠছেন এলাকার অভিভাবকরা। এজন্যই বিগত ৫/৬ বছরের ইতিহাসে গাংনী উপজেলার খ্রীষ্টান অধ্যুষত নিত্যনন্দপুর গ্রামে একটিও বাল্য বিয়ে হয়নি।

আজ সোমবার বিকালে (২২ এপ্রিল) বিকালে নিত্যনন্দপুর গ্রামটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাল্যবিয়ে মুক্ত গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে নিত্যনন্দপুর গ্রামকে শিশুবিবাহ মুক্ত ভিডিটি এলাকা ঘোষণা উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শিশুবিবাহ বন্ধ করি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রামের ইউনাইটেড চার্চের সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতা বেঞ্জামিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য গোলাম মোস্তফা।

বিশেষ অতিথিরি বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী অঞ্চলের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

স্থানীয় নারী নেত্রী হোসনে আরা হাসি মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় চার্চের পুরোহিত মিলন মন্ডল, মিস্টার কাজল মন্ডল, হান্না মন্ডল, সুশি সরকার প্রমুখ। এসময় ধানখোল ইউনিয়নের ইউসি আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগীয় এই কর্মসূচির আয়োজন করে নিত্যনন্দপুর গ্রাম উন্নয়ন দল, ধানখোলা ইউনিয়ন ইয়ূথ ইউনিট ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ।

এর আগে একটি র্যালী সভাস্থল থেকে শুরু হয়ে কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

গাংনীতে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষে মাঠ দিবস

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় জোড়পুকুরিয়া গ্রামে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ- ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস এ তেলাপিয়া চাষ প্রযুক্তির ওপর আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সদস্য পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রতিরূপায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল খামারীর খামার পরিদর্শনসহ প্রত্যাশিত লাভের হিসাব সরেজমিনে দেখানো হয়।

এ সময় উপস্থিত চাষীদের পুকুরে প্রাথমিক খাদ্য পরীক্ষা, মাছের সাধারণ রোগ-প্রতিকার, মাছ চাষের সাধারণ সমস্যাবলী ও সমাধানসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

এছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও পানি পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে ছুটির দিনেও চলছে ক্লাস

সারাদেশে বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। অতি প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলায় বাইরে চলাফেরা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদেরা।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। অথচ মেহেরপুরের পাবলিক লাইব্রেরীতে

পুরোদমে চলছিল বাচ্চাদের ক্লাস। ফলে তীব্র গরমের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বের হতে হচ্ছে ছোট্ট সোনামণিদের।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

অভিভাবকরা বলছেন,আমরা জানি ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ম্যাডামকে আমার জিগ্গেস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে কিনা তারা বলে ক্লাস চলমান থাকবে।

তারা আরো বলেন, তীব্র গরমের মধ্যেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে ছেলে-মেয়েদের ক্লাস করাতে নিয়ে এসেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের আসতে মানা না করাই আমরা সবাই এখানে এসেছি।

চলমান তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিবেচনায় আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ছুটির দিনেও (রবিবার ও সোমবার) ক্লাস নিয়েছে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর শিক্ষিকা রেশমা খাতুন বলেন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি আছে সেটা আমার জানা ছিল কিন্তু ঊর্ধ্বতন স্যারকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি কিছু বলেন না তাই আমি ক্লাস নিচ্ছি।

মেহেরপুর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আয়ুব হোসেনকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি বলেন, আমি ছুটি দিয়ে দিছি কিন্তু তাও ক্লাস চলেছে।

গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের হস্তচালিত টিউবওয়েলে পানি উঠছেনা। ফলে, এলাকার মানুষের মধ্যে পানির সংকট

এখন চরমে পৌছেছে।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি তোলা, এবং পুকুর-খাল-বিল ভরাটের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আগামিতে বৃষ্টিপাত না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে বলেও জানান তারা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সীমান্তবর্তী মেহেরপুর জেলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমেই নিচে নামছে। জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল, মানিকদিয়া, কেশবনগর, শিমুলতলা, রইয়েরকান্দি, সহড়াবাড়িয়া, কাথুলি ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়িয়া, ধলাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় চলতি শুষ্ক মৌসুম শুরু থেকেই সুপেয় পানির সংকট প্রকট হচ্ছে। এসব এলাকায় নিচের দিকে নামছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর।

আরো পড়ুন: মেহেরপুরে তাপমাত্রার পারদ উঠল ৪০.৭ ডিগ্রিতে

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণত মাটির নিচে ৫০-৬০ ফুট গভীরে পানির স্তর স্বাভাবিক থাকে। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ওইসব এলাকায় পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোও ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে গৃহস্থালির কাজে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বোরো চাষে পানির সংকটের আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, গ্রীষ্মকাল শুরু না হতেই এবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। অথচ, গ্রামে সুপেয় পানির জন্য নলকূপই শেষ ভরসা।

তারা বলেন, বাড়ির টিউবওয়েলে পানি মিলছেনা। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের মোটর পানি তুলতে সক্ষম হচ্ছে না। পানি নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে জানান মানিকদিয়া গ্রামের গৃহবধূ শাহানারা। একই অবস্থা তাদের আশপাশেও। অথচ তাদের বাড়ি থেকে দেড়শ গজ দূরে বয়ে চলেছে মাথাভাঙ্গা নদী। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ভুগছেন তারা।

ভুক্তভোগীদের মতে, আগে ২০-৩০ মিনিট মোটর চালালেই বাড়ির ছাদের ট্যাংক পূর্ণ হয়ে যেতো। ১৫-২০ দিন ধরে-দুই- তিন ঘণ্টা মোটর চালালেও প্রয়োজনীয় পানি মিলছে না। এভাবে চলতে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে অনেকের বৈদ্যুতিক মোটর।

মানিকদিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমার বাড়ির টিউবওয়েলে প্রায় ১৫/২০ দিন পানি নেই। শুধু আমার বাড়ি নয়, মানিকদিয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই একই অবস্থা। খাবার পানির জন্য এখানে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।
নাসির উদ্দিন জানান, প্রায় ১৫/২০ দিন আগ থেকে পানি পাচ্ছি না। সকাল ৯ টা পর্যন্ত সামান্য পানি পাইলেও দুপুরের পর থেকে বিকাল পর্যন্ত একেবারে পানি পাচ্ছিনে।

সরেজমিনে মানিকদিয়া গ্রামে দেখা গেছে এলাকার দশ/পনের গৃহবধূ ও শিশুরা জাগ, কলশি ও ঘড়া নিয়ে লাইন ধরে একটি টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করছেন।

গৃহবধু জোছনা খাতুন, শাহানাজ খাতুন রোকেয়া জানান, আমাদের টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। তাই এই টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে এসেছি।

যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন, বয়োবৃদ্ধ আসাদুল হক বলেন, পানির জন্য এমন কষ্ট জীবনেও পাইনি।
স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের সিপিসিএইচ শাহিনা আক্তার জানান, আমার এখানে টিউবওয়েলের পানি না পাওয়ার কারনে স্থানীয় কমিউনিটর সদস্যদের মাধ্যমে ক্লিনিকে একটি বৈদ্যতিক মোটর বসানো হয়েছে।

ওই গ্রামের কৃষক আতিয়ার রহমান জানান, সকালের দিকে টিউবওয়েল অনেক চাপার পর সামান্য পানি উঠছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেটিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এলাকার মানুষের মাঝে এখন পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়ে যাচ্ছে।

মানিকদিয়া গ্রামের কৃষক সেলিম উদ্দিন বলেন, শুধু হস্তচালিত টিউবওয়েলই নয়, স্যালো মেসিনও (গভীর নলকুপ) পানি কম উঠছে। মাঠে আগে যেখানে এক বিঘা জমি ভেজাতে ২ ঘন্টা লাগতো, এখন সেই জমি ভেজাতে ৬ ঘন্টা লাগছে। পাশে মাথাভাঙ্গা নদী আছে। নদীতেও পানি শুকিয়ে গেছি। নদীর ভিতর দিয়ে এখন মোটরসাইকেল চলছে। আমি ১৭/১৮ বছর আগে একবার এমনটি দেখিছিলাম।

কৃষক মহিদুল হক জানান, গরম পড়ার পর থেকে এলাকার টিউবওয়েলগুলোতে পানি কিছুই উঠছেনা। আমার নিজের টিউবওয়েলে পানি না উঠায় পাশের বাড়ির একটি টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করছি। প্রায় ১৫/২০ দিন এভাবে চলছে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন বলেন, কমিউনিটি

ক্লিনিকের টিউবওয়েলসহ মানিকদিয়া গ্রামের ইখলাছ, ইলিয়াস কাঞ্চন, মশিউর রহমান, হাফিজুর, আইতাল হক, আইনাল হক, ইসমাইল হোসেন, নাজির হোসেন, বাবু, আজিত হোসেন, আসাদুল বিশ্বাসের বাড়িতে প্রথম পানি ওঠা বন্ধ হয়েছে।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নে মোট ৬২১৫ টি খানা রয়েছে।
এসব খানাগুলোতে প্রায় ৬ হাজার টিউবওয়েল রয়েছে। এই ইউনিয়নের ৪/৫ গ্রামে বিশেষ করে চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ এই তিন মাস টিউবওয়েলে পানি থাকেনা। এই সমস্যাটা প্রায় ৩/৪ বছর আমি দেখছি। আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবদের অনুরোধ জানাচ্ছি বিষয়টি নজরে নেওয়ার জন্য। ইউনিয়নে যে পরিমান বাজেট রয়েছে তা দিয়ে পানির এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘অপরিকল্পিত নগরায়নে খোলা জায়গা ও জলাধার কমে যাওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পানির এ সংকট দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত। এখনই সচেতন না হলে আগামীতে সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।’

দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, বাড়তি তাপমাত্রা ও সেচ দেওয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এ ভোগান্তির কারণ বলে মনে করছেন গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোল। ভূ-পৃষ্ঠীয় পানি বা সারফেস ওয়াটারের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে আগামীতে এ সংকট আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা এই কর্মকর্তার।

গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সুপেয় পানির স্তর প্রতিবছর ১০ থেকে ১১ ফুট নিচে নামছে। ১০ বছর আগেও এই এলাকায় ৬০ থেকে ৭০ ফুটের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ সুপেয় পানির স্তর পাওয়া যেতো। অথচ এখন পানির জন্য যেতে হয় ৩০০ ফুটেরও বেশি গভীরে।

তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূ- গর্ভস্থ সুপেয় পানির স্তর ১০ থেকে ১৫ ফুট নিচে নেমেছে। ফলে অকেজো হয়ে পড়েছে হস্তচালিত অনেক টিউবওয়েল। ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।